দৈনিক খবর

তারিখ ... 0? JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... 2 ...

৩। ৪/

চিকিৎসা সংকট ও বাস্তবতা— (৩)

পাস করা হেকিম কবিরাজের ব্যবহারিক জ্ঞান খুবই সীমিত

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

বর্তমানে দেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য ১৪টি ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু অর্থাভাবে ইন্টার্নীশীপের উপযুক্ত ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় হাসপাতাল কলেজগুলোতে না থাকায় পাস করা হেকিম ও কবিরাজদের ব্যবহাররিক জ্ঞান খুবই সীমিত। একটি সরকারী কলেজ বাদে সবগুলোতেই আর্থিক অনুদান খুবই নগণ্য। তবে সরকারী উদ্যোগে একটি ডিগ্রী কলেজ এখন চালু হবার পথে রয়েছে।

জানা গেছে, বর্তমানে দেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় শিক্ষাদানের জন্য ৭টি বেসরকারী ও ১টি সরকারী ইউনানী কলেজে চার বছর মেয়াদী ইউনানী চিকিৎসা ও ফার্মেসী বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে। একইভাবে ৫টি আয়ুর্বেদীয় কলেছে রয়েছে ডিপ্লোমা কোর্স। সিলেট ইউনানী কলেজটি সরকারী এবং ঢাকায় একশয্যা বিশিষ্ট একটি সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক

৭-এর পাতায় দেখুন

পাস করা হেকিম কবিরাজের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডিগ্রী করেজ (এমবিবিএস-এর সমকক্ষ) চালু হচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে 'দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রকল্প' গৃহীত হয় এবং এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকার মীরপুরে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কলেজে পাঁচ বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছে। আসছে শিক্ষাবর্ষ থেকে এর শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ কলেজে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শাখায় ৫০ জন করে ছাত্র ভর্তি করা হবে। একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ইন্সটিটিউট ও ওষুধ প্রস্তুত ইউনিটও এ কলেজের সাথে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে ডিপ্লোমা কলেজে চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৮৫ জন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এমবিবিএস ও এমএসসি ডিগ্রীধারী শিক্ষকও রয়েছেন। কিন্তু বেসরকারী কলেজগুলোর জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল। ১৯৮৬-৮৭ সালে কলেজগুলোর জন্য আর্থিক অনুদান ছিল তিন লাখ দশ হাজার টাকা এবং ৮৭-৮৮ সালে এ অনুদানের পরিমাণ দাঁড়ায় চার লাখ ত্রিশ হাজার টাকায়। ফলে নামমাত্র বেতন-ভাতা নিয়ে কলেজগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষরা কাজ করে যাচ্ছেন। কলেজগুলোতে বহির্বিভাগ চিকিৎসা কেন্দ্র চালু রাখা বাধ্যতামূলক সত্ত্বেও আর্থিক অনটনহেতু কয়েকটি কলেজে এখনো এ ব্যবস্থা এবং সীমিত সংখ্যক শয্যা বিশিষ্ট ইনডোর হাসপাতাল চালু সম্ভব হয়নি। ফলে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান অপর্যাপ্ত থেকে যাচ্ছে।

ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সম্পর্কে মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়, দেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুষ্ঠু বিকাশ ও সম্প্রসারণের পথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সরকারী পর্যায়ে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে কোন পৃথক সেল না থাকা, বাংলা ভাষায় পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, উন্নতমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম ও উপকরণের অভাব, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতিতে গবেষণা প্রশিক্ষণের নিমিত্ত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান না থাকা, সর্বোপরি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়নের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাবকে রিপোর্টে প্রধান সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

রিপোর্টে বল হয়, বেসরকারী কলেজগুলো বোর্ডের মাধ্যমে সরকারী অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ অনুদানের পরিমাণ খুবই নগণ্য। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপযুক্ত প্রশিক্ষক ও সরঞ্জামের অভাবে শিক্ষার মান যথোপযুক্ত নয়।

সুপারিশ

মফিজ উদ্দিন কমিশন দেশজ ওষুধ শিল্পের সার্বিক বিকাশের সহায়ক ঔষধি গাছ-গাছড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, চিহ্নিতকরণ এবং বিপণনের জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে ওষুধ উদ্যান করার প্রস্তাব দিয়েছে। রিপোর্টে দেশের সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় কলেজগুলোকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ সাপেক্ষে পর্যাপ্ত সরকারী অনুদান প্রদান করা, পূর্ণকালীন শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর নির্ধারণ করা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় কলেজ থেকে পাস করা হেকিম-কবিরাজদের অধিকার দেয়ার সুপারিশ করা হয়।

সম্প্রতি ইউনানী ওষুধ শিল্প সমিতি কর্তৃক সরকারের কাছে পেশকৃত এক প্রতিবেদনে সরকারীকরণের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হলেও অবিলম্বে অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও স্টাফদের বেতনের ৭০ শতাংশে সরকারী শিক্ষা তহবিল থেকে মঞ্জুরী হিসেবে প্রদানের দাবী জানান হয়। এ ছাড়াও ডিপ্লোমা কলেজগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আধুনিক ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং বাকী তিনটি বিভাগে ৩টি সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।